গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা
www.cabinet.gov.bd

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির পঞ্চম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা, মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
তারিখ	ঃ	০৬ সেপ্টেম্বর ২০১২।
সময়	ঃ	বেলা ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ	মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ঃ পরিশিষ্ট - 'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ওপর সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল মতামত প্রতিফলিত করে প্রতিবেদনটি শীঘ্রই মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে। অতঃপর তিনি গত সভার কার্যবিবরণীর প্রতি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি- ১ ঃ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন সংক্রান্ত।

২.১ মন্ত্রিপরিষদ সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিকে কীভাবে আরও ফলপ্রসূ করা যায় তা নির্ধারণের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টির উপর আলোকপাত করার জন্য তিনি সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-কে অনুরোধ জানান।

২.২ সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন জানান যে, ৯-১০ অক্টোবর ২০১১ তারিখে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের ঘোষণা অনুযায়ী ইউএনডিপি একটি সমন্বিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কৌশল প্রণয়নের প্রস্তাব করে এবং এতে ইউএনডিপি, ডব্লিউএফপি, অসএইড, ডিএফআইডি অর্থায়ন করবে বলে জানায়। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা-এবং এ সংক্রান্ত নীতি ও কৌশল প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ ছাড়া, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ বাংলাদেশের জাতীয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট। এজন্য সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের অগ্রণী ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।

২.৩ সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করার সুপারিশ করেনঃ

(ক) সামগ্রিকভাবে দেশে মধ্যম ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করে পরিচিতি কার্ড প্রদান করা, যাতে কোন ব্যক্তি একাধিক কর্মসূচির সুবিধা গ্রহণ করতে না পারে;

(খ) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতপূর্বক তা বাস্তবায়নের উপর প্রাধান্য দেওয়া;

(গ) সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তাদের কাজের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ে সেল গঠনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন, আকার, পরিধি, উপকারভোগীর সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে কৌশলপত্র চূড়ান্তকরণ।

২.৪ সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ উল্লেখ করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের বাস্তব অভিজ্ঞতা সীমিত। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বলেন যে, সামাজিক

নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য থেকে বের করে নিয়ে আসা। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

২.৫ অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বলেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন সংক্রান্ত সমন্বয়ের কাজ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের পরিবর্তে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট থাকা সমীচীন হবে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারে কিন্তু সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভূমিকা অধিকতর কার্যকর হবে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, কার্যতালিকা (Allocation of Business) অনুযায়ী সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ প্রস্তাবিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করতে পারে। তবে, এ কার্যক্রমের সমন্বয় ও তদারকির জন্য এতদ্‌সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির ৭/৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপকমিটি গঠন করা যেতে পারে।

২.৬ বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রস্তাবিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের দায়িত্বভার সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের ওপর ন্যস্তকরণ এবং এ কার্যক্রমের সমন্বয় এবং তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির একটি উপকমিটি গঠনের বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়।

৩। **আলোচ্যসূচি - ২ ঃ Citizen Core Database Structure (CCDS) ফরম্যাট চূড়ান্তকরণ।**

৩.১ সভাপতি সিসিডিএস-এর উপর আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব-কে অনুরোধ জানান। সচিব জানান যে, তাঁর বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় National Population Register and Identification of Hardcore Poor Household প্রকল্পে তথ্য সংগ্রহের জন্য যে ডাটাবেজ করেছেন সেখানে তারা CCDS ফরম্যাট-এর তথ্য ব্যবহার করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, উক্ত প্রকল্পে দরিদ্র পরিবারের তথ্য সংগ্রহের জন্য বসতবাড়ির ধরন ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.২ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব CCDS-এ জাতীয় পরিচিতি নম্বর উল্লেখ করার পর পুনরায় 'জাতীয়তা' বিষয়ক তথ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে এটুআই-এর পলিসি এ্যাডভাইজার জনাব আনীর চৌধুরী জানান যে, বিদেশী নাগরিক ও দ্বৈত নাগরিকের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচিতি নম্বরের পাশাপাশি জাতীয়তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। পরবর্তীতে তিনি CCDS-সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে ডাটা সংগ্রহ করছে। জাতীয় পরিচিতি নম্বর এবং জন্ম নিবন্ধন নম্বর উভয়ই ১৭ ডিজিটের হলেও দু'টিতে তথ্যের ক্ষেত্রে অনেক ব্যবধান রয়েছে। বর্তমানে তথ্য সংগ্রহে ৪ প্রকারের ফরম ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে সমস্যা হল, একই তথ্য বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তাতে করে কোন কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ প্রস্তুত করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে নাগরিককে বার বার তথ্য দিতে হচ্ছে। সকল প্রতিষ্ঠানে যাতে ইন্টার-অপারেবিলিটিসম্পন্ন ডাটাবেজ থাকে সে জন্যই CCDS প্রয়োজন।

৩.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব উল্লেখ করেন যে, তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের সুবিধার্থে নাগরিকের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ-এর পাশাপাশি সেবা প্রদানকারী প্রত্যেক বিভাগ তার প্রয়োজন অনুসারে বিভাগীয় রেজিস্টার (Departmental Register) ব্যবহার করবে।

৩.৪ সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় CCDS-এর ১৫ নম্বর ক্রমিকে নাগরিকের অসামর্থ্যের ক্ষেত্রে জন্মগত না দুর্ঘটনাজনিত তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় মত প্রকাশ করেন যে, ইন্টার-অপারেবিলিটিসম্পন্ন ডাটাবেজ তৈরি করতে হলে প্রাইভেসির বিষয়েও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশে First Name, Middle Name, Family Name/Surname ইত্যাদির প্রচলন নেই। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নাগরিকের বৈবাহিক তথ্যাবলিতে একাধিক স্ত্রী সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ সিসিডিএস ফরম্যাট-এ পরিবারের সদস্য-সংখ্যা এবং নাগরিক প্রবাসী বাংলাদেশী কিনা তা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া, নাগরিকের প্রচলিত নাম ঐচ্ছিক উপাত্তে থাকা প্রয়োজন মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৩.৫ উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে CCDS ফরম্যাট চূড়ান্ত করা যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

৪। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নঃ

৪.১ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে।

৪.২ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকির জন্য নিম্নোক্তভাবে কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির একটি উপকমিটি কমিটি গঠন করা হলঃ

(ক)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	- সভাপতি
(খ)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	- সদস্য
(গ)	সচিব, অর্থ বিভাগ	- সদস্য
(ঘ)	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	- সদস্য
(ঙ)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(চ)	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	- সদস্য
(ছ)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(জ)	সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	- সদস্য সচিব

৪.৩ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ উক্ত কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

৫। CCDS ফরম্যাট চূড়ান্তকরণঃ

৫.১ CCDS ফরম্যাট-এর ঐচ্ছিক উপাত্তে (Optional Field) প্রদর্শিত 'নাগরিকের জাতীয়তা' আবশ্যকীয় উপাত্তে (Mandatory Field) সন্নিবেশিত হবে। আবশ্যকীয় উপাত্ত হিসাবে মাতার তথ্যাবলি ও পিতার তথ্যাবলি পৃথক ক্রমিকে এবং মাতার তথ্যাবলি পিতার তথ্যাবলির পূর্বে সংযুক্ত হবে।

৫.২ আবশ্যকীয় উপাত্তে প্রদর্শিত বৈবাহিক তথ্যাবলি ঐচ্ছিক উপাত্ত হিসাবে সন্নিবেশিত হবে।

৫.৩ পেশা, রক্তের গ্রুপ, অসামর্থ্য, জাতিসত্তা প্রভৃতির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় কোড প্রবর্তন করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কোড থাকলে তা ব্যবহার করতে হবে।

৫.৪ CCDS নির্দেশিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে এবং CCDS সংক্রান্ত সরকারি প্রজ্ঞাপনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে।

৫.৫ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো CCDS সংক্রান্ত সকল প্রকার কোডের হালনাগাদকৃত তালিকা তাদের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করবে। কোডের ব্যাখ্যা বা নতুন কোন কোড প্রবর্তনের ক্ষেত্রে BBS প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, ভৌগোলিক বা অন্য কোন কারণে নতুন কোড তৈরি করতে হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর BBS-কে অবহিত করবে।

৫.৬ নগারিকের মৌলিক উপাত্ত কাঠামোর আবশ্যকীয় উপাত্ত এবং ঐচ্ছিক উপাত্তে 'নাগরিক' শব্দটি বাদ দিতে হবে।

৫.৭ উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে CCDS-এর ফরম্যাট চূড়ান্ত করা হল (পরিশিষ্ট 'খ')।

৫। সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
এবং
আহ্বায়ক
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত
কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি।